



374033 - লাভ নরিধারণ না করে অনলাইন মার্কটে বনিয়োগ করার হুকুম

প্রশ্ন

আমি জার্মানিতে থাকি। একটি ইলেক্ট্রনিক মার্কটেটি ও বচোকনোর ওয়েবসাইটে আমি যিে কোন ব্যক্তরি বনিয়োগ করার ফচির পয়েছে। তা এভাবে একটি টাকার অংক পাঠানো এবং এর বপিরীতে লাভ পাওয়া। উল্লেখ্য, এখানে লাভরে পরিমাণ সুনরিদষ্টি কোন অংকে নরিধারতি নয়। আমি সেই ওয়েবসাইটে পড়ছে যিে, প্রাপ্য পার্সেন্টেজি ১০% থেকে ৫০% পর্যন্ত হতে পারে। উদাহরণতঃ আমি যদি ওয়েবসাইটে একাউন্টে ১০০ ডলার পাঠাই, পররে দনি ওয়েবসাইট কর্তৃপক্ষ আমাকে করয়কৃত ও বকিরকিত পশোকাদি ও স্পোর্টস সামগ্রীর তালকি বকিরমূল্য ও লাভরে পরিমাণ উল্লেখসহ পাঠাবে এবং এগুলতে আমার লাভরে অংশ হিসাব করে আমার একাউন্টে যোগ করবে। এই প্রক্রিয়া প্রাত্যহকি ঘটবে। আমি পরিবকেষণ করেছি যিে, আমার বন্ধুদরে লাভ ১০% এর কাছাকাছি; তবে স্থতিশীল নয়। বরং বচোকবকিরি অনুপাতে। প্রাপ্য এই পার্সেন্টেজি কি মুনাফা হিসাবে গণ্য হবে; নাকি সুদ?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কোন কোম্পানি বা ব্যাংকে বনিয়োগ বধৈ হওয়ার জন্য নমিনোকৃত শর্ত প্রযোজ্য:

১। বনিয়োগরে খাতরে ব্যাপারে অবগত হওয়া যিে, এটি বধৈ খাত। কেননা এমন কোন কোম্পানিতে বনিয়োগ করা জায়যে নহৈ যিে কোম্পানির তৎপরতা অজ্ঞাত। হতে পারে কোম্পানি সুদি খাতে বনিয়োগ করে, স্টক এক্সচেঞ্জে বা অন্য কোথাও হারাম লেনদেনে করে, জুরার আসরে, বা মদরে বারে বনিয়োগ করে কথি বা হারাম পণ্যরে ব্যবসায় খাটায়।

২। মূলধনরে গ্যারান্টি না দয়ো। অর্থাৎ ব্যবসায় লোকসান হলে কোম্পানি মূলধন ফরেত দয়োর দায় না নয়ো; যদি না এক্ষেত্রে কোম্পানির কোন কসুর বা অবহলো না ঘটবে এবং কোম্পানি এই লোকসানরে কারণ না হয়।

কেননা যদি মূলধনরে গ্যারান্টি দয়ো হয়; তাহলে প্রকৃতপক্ষে এটি ঋণ। আর এর থেকে অতিরিক্ত যিে মুনাফা আসে সেটি সুদ।

৩। লাভ নরিধারতি ও উভয়পক্ষে ঐক্যমত্য়পূর্ণ হওয়া। কনিতু, সেই নরিধারণ লাভরে সর্বাংশব্যাপী আনুপাতকি হতে হবে। মূলধনরে থেকে নয়। উদাহরণস্বরূপ বনিয়োগকারী পাবে এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধকে বা লাভরে ২০%; মূলধনরে নয়।

লাভরে অনুপাত অজ্ঞাত হওয়া সঠকি নয়। এমন অজ্ঞাত শরয়িতরে দৃষ্টিতে লেনদেনকে বাতলিকারী।



ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: মুদারাবা চুক্তি সঠিক হওয়ার শর্ত হল: “শ্রমদাতার প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ করা। কনেনা শর্ত করার ভিত্তিতে সে এর হককার হয়। তাই শর্ত করা না হলে তার অংশ নির্ধারণ হয় না।”

এরপর তিনি বলেন: “যদি কেউ বলে: মুদারাবা হিসেবে তুমি এটি গ্রহণ কর। লাভের একটি অংশ তুমি পাবে, কথিবা লাভ অংশীদারত্বমূলক কথিবা কিছু লাভ পাবে কথিবা অংশ বিশেষ পাবে বা ভাগ পাবে; তাহলে সহহি হবে না। কনেনা তা অজ্ঞাত। আর মুদারাবা জ্ঞাত পরমাণরে ভিত্তিতে সহহি হয় না...।

অংশীদারদ্বয়েরে প্রত্যেকেরে প্রাপ্য লাভ জানার আবশ্যকতার ক্ষেত্রে কাম্পানরি হুকুম মুদারাবার হুকুমেরে ন্যায়।”[আল-মুগনী (৫/২৪-২৭)]

“আপনি বলছেন: আপনি সেই কাম্পানরি ওয়েবসাইটে পড়ছেন যে, প্রাপ্য পার্সেন্টেজি ১০% থেকে ৫০% এর মধ্যে হতে পারে: যদি এর দ্বারা লাভেরে পার্সেন্টেজি উদ্দেশ্য হয় তাহলে অংশ নির্ধারণেরে জন্য এটি যথেষ্ট নয়। কনেনা এরপরও সটো অজানা রয়ে গেছে। তাই এই ওয়েবসাইটেরে সাথে লেনদেনে অংশীদার হওয়া হারাম হবে। আর যদি উদ্দেশ্য হয় মূলধনেরে অনুপাত; তাহলে এটি হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে আরও বেশি সুস্পষ্ট। কনেনা তখন সটো সুদীর্ঘকালেরে ক্ষেত্রে ছলচাতুরি। প্রকৃতপক্ষে এটি কোন অংশীদারত্ব নয়।”

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।